بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) সিরিজ। তাঁর উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—

বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—'আমলে ইখলাস আসবে যেভাবে।' মূল আরবি নাম (مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ)। বইটিতে উঠে এসেছে দ্বীনে ইসলামের সারমর্ম ইখলাসের কথা। ইখলাসবিহীন কোনো আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া ও লৌকিকতা। আলোচ্য পুস্তিকায় শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে ইখলাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি, রিয়ার ভয়ংকর পরিণাম, ইখলাস অর্জনের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা।

আশা করি, বইটি আপনাকে আপনার ইমান ও আমল সম্পর্কে নতুন করে সচেতন করবে। ইখলাস ও নিষ্ঠা অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতে নাজাতের পথ দেখাবে। সর্বোপরি আমল-বিধ্বংসী রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমাদের আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমীমুল ইহসান
১০ আগস্ট, ২০২১ ইসায়ি

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ০৯

প্রবেশিকা ⁞ ১১

ইখলাস—অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ আমল ⁞ ১৬

রিয়া ⁞ ১৯

আত্মতুষ্টি ⁞ ৩৯

আত্মতুষ্টির প্রকারভেদ ⁞ ৩৯

রিয়ার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার ⁞ ৮৫

সালাফের আমল গোপন করার প্রচেষ্টা ও কৌশল ⁞ ৮৯

রিয়ার প্রতিকার ⁞ ১০৯

কিছু বিষয়—যা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় ⁞ ১১৫

পরিশিষ্ট ⁞ ১১৯

ভূমিকা

الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

নফসের তাজকিয়া ও তারবিয়াহ এবং আত্মার পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু আজ উম্মাহর এক বিশাল জনগোষ্ঠী এই ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। চারিদিকে কল্যাণের ছড়াছড়ি ও সঠিকপথে অধিকাংশ মানুষ চলা সত্ত্বেও এমন কিছু মানুষ দেখা যায়, যারা সঠিক পথ কামনা করে; কিন্তু খুঁজে পায় না। যারা রাস্তার সন্ধানে বের হয়; কিন্তু দিক হারিয়ে ফেলে। শয়তান তাদের ঘাড়ে চেপে বসে এবং তাদেরকে নিজের বাহনরূপে ব্যবহার করে লৌকিকতা, খ্যাতিপ্রিয়তা ও অহমিকার অন্ধকূপে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বিষয়টি খুবই গভীর, বিস্তৃত ও গুরুত্ববহ। আমি এই গভীর প্রসঙ্গের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমার ছোট বালতি ফেলে অল্প কিছু জ্ঞানের জল বের করার প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার দাবি আমি করছি না। এই টুটাফাটা মেহনত এবং নিজের জন্য ও মুসলিমদের জন্য হৃদয়ে লালিত কল্যাণকামিতাকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি।

এটি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) সিরিজের সপ্তদশ খণ্ড, যার শিরোনাম (مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ)।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কথায় ও কাজে ইখলাস দান করুন। আমাদের বিশুদ্ধ ও ইখলাসপূর্ণ আমল করার তাওফিক দিন এবং রিয়া থেকে হিফাজত করুন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

ইখলাস দ্বীনের সারবস্তু এবং রাসুলগণের দাওয়াহর মূলকথা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

'তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।'[১]

তিনি আরও বলেন :

﴿أَلَا لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

'জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত ও আনুগত্য।'[২]

অন্যত্র বলেন :

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—তোমাদের মাঝে কার আমল উত্তম।'[৩]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'আমল উত্তম হওয়ার মর্ম হলো, আমল একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হওয়া।' ছাত্ররা জিজ্ঞেস

১. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৫।
২. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৩।
৩. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ২।

করেন, 'হে আবু আলি, একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হওয়ার মর্ম কী?' তিনি বললেন, 'আমল যদি একনিষ্ঠ হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ না হয়, সেটি কবুল করা হয় না। আর যদি বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু একনিষ্ঠ না হয়, তবুও কবুল করা হয় না। যতক্ষণ না একইসাথে একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হয়। একনিষ্ঠতা হলো, কাজটি একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। বিশুদ্ধতা হলো, আমলটি সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।' এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

'সুতরাং যে তাঁর রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেক আমল করে এবং তাঁর রবের ইবাদতে কাউকেই শরিক না করে।'[৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

'আর যে ইহসানের সাথে নিজেকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ হয়ে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করে, দ্বীনের বিচারে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে?'[৫]

---

৪. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১১০।
৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২৫।

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় আমল করে।'[৬]

নিজেকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করার মর্ম হলো, নিয়ত বিশুদ্ধ করা ও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমল করা।

ইহসানের সাথে আত্মসমর্পণ করার মর্ম হলো, আমলের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর অনুসরণ করা।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি কামনা করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

'আমি তাদের কৃত আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'[৭]

এখানে সেই সব আমলের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো সুন্নাহপরিপন্থী হয় এবং গাইরুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়।[৮]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﵁ মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন :

---

৬. তাফসিরু ইবনি কাসির : ১/৫৬০।
৭. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৩।
৮. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৩ পৃ.।

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

‘আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি শরিকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে, আমি সে ও তার আমল দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করি।”’[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

‘যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, সে শিরক করে; যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সওম পালন করে, সে শিরক করে; আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সদাকা করে, সে শিরক করে।’[১০]

সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ

৯. সহিহু মুসলিম : ২৯৮৫।
১০. মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৪০।

هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

‘সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই গণ্য হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হয়, যে জন্য সে হিজরত করেছে।’[১১]

১১. সহিহুল বুখারি : ১, সুনানু আবি দাউদ : ২২০১।

ইখলাস—অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ আমল

প্রিয় মুসলিম ভাই,

অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইখলাস—যা ইমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও আজিমুশ শান আমল। উপরন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে অন্তরের আমলের গুরুত্ব সাধারণত অধিক হয়ে থাকে।

অন্তরের আমল সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'অন্তরের আমল হলো ইমানের মূল এবং দ্বীনের ভিত্তি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মহব্বত, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, শিরকমুক্ত ইবাদত, আল্লাহর শোকর, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ফায়সালায় সবর, আল্লাহর প্রতি আশা ইত্যাদির মতো অন্তরের আমলগুলো সকল ইমামদের ঐকমত্যে বান্দার ওপর ফরজ।'[১২]

অন্তরের আমলের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে জনৈক আলিম বলেন, 'আমার মন চায়, যদি কিছু ফকিহ অন্য সব ব্যস্ততা ছেড়ে কেবল লোকদেরকে তাদের আমলের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষা দেওয়ার কাজ করতেন এবং লোকদেরকে আমলের নিয়ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বসে যেতেন; কারণ অন্তরের আমলের প্রতি অজ্ঞতার কারণে অনেক মানুষই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।'

১২. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৫/১০।

এমনকি দ্বীনি ইলমের ধারক-বাহকগণ যদি ইলম আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত না করে, তবে তাদের জন্য কঠিন আজাবের হুঁশিয়ারি রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, এমন ইলম যদি কেউ পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য শিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।'[১৩]

আল্লাহ তাআলা অন্তরের রহস্য ও গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি কারও বাহ্যিক বেশভূষা কিংবা ধন-দৌলতের দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। বরং তিনি দেখেন অন্তরের ইমান, বিশ্বাস ও আমল। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও অর্থবিত্তের দিকে তাকান না, তিনি দেখেন তোমাদের দিল ও আমল।'[১৪]

---

১৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৬৪।
১৪. সহিহু মুসলিম : ২৫৬৪।

এই বিষয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এককথায়, দুনিয়ার কোনো অংশ কিংবা পার্থিব কোনো স্বার্থ যদি কোনোভাবে আমলের মধ্যে ঢুকে যায়, তবে সেই আমল তার বিশুদ্ধতা ও নির্মলতা হারায় এবং ইখলাস বরবাদ হয়ে যায়।

মানুষ প্রাচুর্যপ্রত্যাশী এবং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে থাকে। তার আমল ও ইবাদত খুব কমই দুনিয়াবি স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়।[১৫]

১৫. আল-ইহইয়া : ৪/৪০০।

রিয়া

রিয়া হলো মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা। রিয়াকারী নিন্দিত ও শাস্তির উপযুক্ত। রিয়ার সাথে যে আমল করা হয়, তাতে কোনো সাওয়াব নেই। নিয়ত বিশুদ্ধ হলেই কেবল সাওয়াব পাওয়া যায়।

হাফিজ ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'রিয়া হলো, প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা। রিয়া ও সুমআহ তথা লৌকিকতা ও খ্যাতিপ্রিয়তার মাঝে পার্থক্য আছে। যেসব আমল দেখা যায়, সেগুলোতে রিয়া হয়। যেমন : সালাত ও সদাকা। আর যেসব আমল শোনা যায়, সেসব আমলে হয় সুমআহ। যেমন : ওয়াজ, জিকির ও তিলাওয়াত। নিজের ইবাদতের কথা মানুষকে বলে বেড়ানোও সুমআহর অন্তর্ভুক্ত।

রিয়া এমন এক সমুদ্র, যার কোনো কূল-কিনারা নেই। খুব কম মানুষই রিয়া থেকে বাঁচতে পারে। যে ব্যক্তি ইলমের মাধ্যমে গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে কিংবা গাইরুল্লাহর জন্য কোনো আমল করে, তার কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আশা করে, সে তার নিয়ত ও ইচ্ছায় শিরক করে। আর ইখলাস হলো কথা, কাজ, ইচ্ছা ও নিয়তকে কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য নিবেদিত করা।'[১৬]

১৬. হাশিয়াতু কিতাবিত তাওহিদ লিবনি কাসিম : ২৬৪ পৃ.।

প্রতিটি বস্তুর মাঝেই ভিন্ন বস্তুর মিশেল থাকার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোনো বস্তু অন্য বস্তুর মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, তবে তাকে বলে খালিস বা খাঁটি। আর কোনো বস্তুকে অবিমিশ্র বা খাঁটি করার প্রক্রিয়াকে বলে ইখলাস।[১৭]

কারও মতে, ইখলাস হলো বান্দার প্রকাশ্য ও গোপন আমল এক বরাবর হওয়া।

রিয়া হলো, কারও বাহ্যিক অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থার চেয়ে উত্তম হওয়া।

আর ইখলাসে সততা মানে হলো, কারও অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থার চেয়েও পরিচ্ছন্ন হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, ইখলাস হলো রবের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের কারণে বান্দার দেখার কথা ভুলে যাওয়া।

যে ব্যক্তি মানুষকে এমন কিছু দেখায় যা তার মধ্যে নেই, সে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়।[১৮]

মানুষ যেসব বিষয় নিয়ে লৌকিকতা করে, সেগুলো পাঁচ প্রকার :

প্রথম প্রকার : দৈহিক লৌকিকতা।

---

১৭. আল-ইহইয়া : ৪/৪০০।
১৮. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৫ পৃ.।